দৈনিক সংবাদ

68

তারিখ 31 AUG 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতির পরীক্ষা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি প্রকাশিত দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের '৯২ সালের এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করলে, সরকারের গৃহীত নতুন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতির পরীক্ষার অধীনে ছাত্রছাত্রীদের মেধার প্রকৃত যাচাই ও দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সন্দেহের অবকাশ লক্ষ্য করা যায়। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, এবারের পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারী কতিপয় ছাত্রছাত্রী নির্বিবাদে এ পরীক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। অধিকন্তু রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানও এ পদ্ধতির পর্যালোচনার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে পাসের হার তুলনামূলকভাবে খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি, বৃদ্ধি পেয়েছে স্টারমার্কসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। তাইতো এ পদ্ধতি শুধু অল্পায়াসে অপ্রত্যাশিত অধিক নাম্বারসহ স্টার মার্ক পাওয়ার ও বাংলা-ইংরেজী বিষয়ে লেটার মার্ক পাওয়ার মত অসাধ্যকে সাধন করার উপায় মাত্র। আজ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, এ পদ্ধতির অধীনে ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন না করেও সহজে পাস করতে পারে, যা দিয়ে তাদের মেধার প্রকৃত বিচার ঘটে না। তদুপরি গৃহীত পদ্ধতির অধীনে নকল প্রতিরোধের যে উদ্দেশ্যে ছিল তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেখা যায়। অবশ্য উন্নত অনেক দেশে এ পদ্ধতি সাফল্যলাভ করলেও আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর মান উন্নয়নে আরও অনেক চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। তাই উপরোক্ত পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের স্বার্থে এ বিষয়ে সকল বিবেকবান মহলের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেছি এবং সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় বিবেচনার জন্য কিছু প্রস্তাব রাখছি। (ক) নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির মান উন্নয়নের জন্য পূর্বনির্ধারিত পাসমার্কসহ প্রথম/দ্বিতীয় বিভাগের গতানুগতিক মার্ক (৬০%, ৪৫% ও ৩৩%) পরিবর্তন করতঃ বৃদ্ধি করতে হবে এবং নৈর্ব্যক্তিক অংশের জন্য নির্ধারিত সময় হ্রাস করতে হবে, (খ) গণিত বিষয়সমূহেও এ পদ্ধতি চালু করতে হবে, (গ) টাস্কফোর্স কর্তৃক নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্ব অভীক্ষার প্রশ্নমালা প্রণয়ন বন্ধ করতে হবে ও (ঘ) নৈর্ব্যক্তিক অংশের ন্যূনতম পাসমার্ক নির্ধারণ করতে হবে।

সত্যজিৎ বড়ুয়া (টিপু),
বিবিএ (হিসাব বিজ্ঞান),
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।